ব্যক্তিত্ব
(Personality)

মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখনও সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ব্যক্তিত্বের জটিলতাই এর কারণ। ব্যক্তিত্ব এবং এর বিকাশের উপর যে সকল মনোবিজ্ঞানীগণ কাজ করেছেন তাঁরা ব্যক্তিত্বকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

• ব্যক্তিত্বের অর্থ ও সংজ্ঞা [Meaning and Definition of Personality] :

'Personality' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Persona' থেকে এসেছে। গ্রিস দেশে নাটক মঞ্চস্থ করার সময় অভিনেতারা মুখোশ পরতেন। অভিনেতার এই মুখোশ পরাকে 'Persona' বলা হত। মুখোশের মাধ্যমে অভিনেতারা তাঁদের চরিত্রকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরতেন। এইভাবে অপরের নিকট ব্যক্তি যেভাবে প্রতিভাত হয় তাকেই ব্যক্তিত্ব বলে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যতীত ব্যক্তিত্বের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আজ আর কোনো মূল্য নেই। বর্তমানে দার্শনিক, মনোবিদ এবং সমাজবিদগণ ব্যক্তিত্বকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মনোবিদ **আলপোর্ট** *[Allport]* দীর্ঘদিন ব্যক্তিত্বের ওপর গবেষণা করেছেন এবং তাঁর এই গবেষণা ও গভীর অধ্যয়ন মনস্তত্ত্বজগৎ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসছে। সেইসময়ে প্রচলিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত পঞ্চাশটি সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে তিনি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) **ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি [Theological Approach]**—খ্রিস্টীয় তৃতীয় দশকে ধর্মযাজকগণ ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্তা বলে মনে করতেন। একেই আলপোর্ট ব্যক্তিত্বের ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি বলেছেন।

(২) **দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি [Philosophical Approach]**—অনেক দার্শনিক ব্যক্তিত্ব বলতে আত্মসচেতনতাকেই বুঝিয়েছেন।
লক *[Locke]*-এর মতে, যে ব্যক্তি চিন্তন, বিচারকরণ এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অহং সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম সেই ব্যক্তিই ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

(৩) **সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি [Sociological Approach]**—এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক কার্যকারিতার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়। একজন ব্যক্তি অন্যদের সংস্পর্শে এলে অন্যরা তাকে স্বাগত জানায়, না অপছন্দ করে, তার ভিত্তিতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিচার করা হয়।

(৪) **মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি [Psychological Approach]**— বিভিন্ন মনোবিদ ব্যক্তিত্বকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যাগুলিকে আলপোর্ট বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) *উদ্দীপক হিসাবে ব্যক্তিত্ব [Personality as a Stimulus]* —এই ধরনের ধারণায় অন্যদের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বকে বিচার করা হয়। যেমন—ব্যক্তি শীঘ্র বশ্যতাপরায়ণ কিনা বা বদমেজাজি কিনা ইত্যাদি।

(খ) *সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গি [Summative Approach]*—এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তির বিভিন্ন সহজাত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যাবলির সমষ্টিই হল তার ব্যক্তিত্ব।

মর্টন প্রিন্স [Morton Prince] মনে করেন, ব্যক্তিসত্তা হল ব্যক্তির সাধারণ জৈবিক আকাঙ্ক্ষা এবং অর্জিত প্রবণতার সমষ্টি।

(গ) *সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি [Integrative Approach]*—এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিত্বের সমন্বয়মূলক ও নির্দিষ্ট সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। **ওয়ারেন [Warren]**-এর অভিধানে বলা হয়েছে, ব্যক্তির বৌদ্ধিক, অনুভূতিমূলক, মনশ্চালকমূলক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলির সমন্বয়ই হল ব্যক্তিত্ব। এই সমন্বয় প্রকাশের মাধ্যমেই বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পার্থক্য ঘটে।

(ঘ) *সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি [Totality Approach]*—এই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে সমন্বয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তি কীভাবে সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক রূপটির উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(ঙ) *অভিযোজনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি [Adjustment Approach]*— জন্মের পর থেকেই শিশু পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন শুরু করে। প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের মতো করে নিজের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করে। এই অভিযোজনের ধারা অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। এই মতানুযায়ী ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস এবং তার ভিত্তিতেই ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সচেষ্ট হয়। এইভাবে বলা যায়, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের সমন্বিত রূপই হল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে বিশ্লেষণ করে **ফ্রেডেনবার্গ [Fredenburg]** এবং **আলপোর্ট [Allport]** পৃথকভাবে ব্যক্তিত্বের দুটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। যার মূল বক্তব্য একই। আলপোর্টের মতে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির জটিল বৈশিষ্ট্যাবলির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা যার সাহায্যে ব্যক্তির জীবনবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। **আলপোর্টের** মতে, ব্যক্তির মধ্যে যেসব জৈব-মানসিক সত্তা পরিবেশের সঙ্গে অনন্য সংগতিবিধানে সাহায্য করে তারই প্রগতিশীল সংগঠনের নাম ব্যক্তিত্ব [Personality is the dynamic organisation within the individual of those psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment]। আলপোর্টের দেয় সংজ্ঞাটি মনস্তত্ত্ব জগতে যথেষ্ট সমাদৃত। এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যায় ব্যক্তির সব দিকগুলি এখানে বিবেচিত হয়েছে। যেমন—

গতিশীল সংগঠন [Dynamic Organisation] বলতে বোঝায় ব্যক্তিত্ব স্থির নয়, গতিশীল এবং সংগঠিত।

জৈব-মানসিক সত্তা [Psycho-physical Systems] বলতে বোঝায় এটি পুরোপুরি মানসিক বা শারীরিক নয়। মানসিক [Psychic] ও শারীরিক [Physical] উভয় সত্তাই বর্তমান এবং এগুলি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে।

নির্ধারণ [Determine] শব্দটির অর্থ হল, জৈব-মানসিক সত্তা [Psycho-physical Systems] ব্যক্তিকে সক্রিয় করে তোলে।

অনন্য অভিযোজন [Unique Adjustment] হল, প্রতিটি ব্যক্তিরই পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে তার নিজস্বতা প্রকাশ পায়।

• ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Personality] ঃ

মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিত্বের উপর গভীর অধ্যয়ন করে এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে অন্যতম হল—

(১) ব্যক্তিত্ব সহজাত ও অর্জিত—উভয় প্রকার ঃ সহজাত সূত্রে প্রাপ্ত দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের ফলই হল ব্যক্তিত্ব।

(২) ব্যক্তিত্ব গতিশীল ঃ ব্যক্তিত্বের লক্ষ্য হল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন। সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে ব্যক্তিত্বকে গতিশীল হতে হয়।

(৩) ব্যক্তিত্ব একটি সংগঠন ঃ সহজাত ও অর্জিত গুণাবলির যোগফল ব্যক্তিত্ব নয়। ব্যক্তিত্ব হল এগুলির সমন্বয়। এই সমন্বয় যখন একটি সাংগঠনিক রূপ পায় তখন তাকেই ব্যক্তিত্ব বলা হয়।

(৪) ব্যক্তিত্বের একক হল জৈব-মানসিক সত্তা ঃ মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের এককগুলিকে সংলক্ষণ বলে অভিহিত করেন। এই সংলক্ষণগুলি জৈব-মানসিক সত্তা। এর মধ্যে দেহ ও মন উভয়েরই ভূমিকা বর্তমান। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তার সমন্বিত রূপই হল সংলক্ষণ।

(৫) ব্যক্তিত্ব আচরণের নির্ধারক ঃ ব্যক্তিত্ব আচরণের গতি-প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে। তাই ব্যক্তিত্বকে আচরণের নির্ধারক বলা হয়।

(৬) ব্যক্তিত্বের অনন্যতা ঃ প্রতিটি ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিজস্বতা দেখা যায়। এই অর্থে ব্যক্তিত্ব অনন্য। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ সংলক্ষণ বা সত্তা থাকলেও তার সমন্বয়ের ফলে যে সংগঠন তৈরি হয় তার মধ্যে পার্থক্য থাকে যা ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এইজন্যই সমপরিস্থিতিতে দুজন ব্যক্তি দুভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলে দুজন ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়।

• ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ [Personality Traits] ঃ

শিশুর বিকাশের পথে তার সহজাত গুণাবলির পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। একই ধরনের একাধিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়ে ব্যক্তিত্বের একক

র সংলক্ষণ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে শিশু প্রথমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে।

পরবর্তী স্তরে প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়াগুলি সংখ্যায় অনেক এবং অনুবর্তিত হওয়ায় পুনরায় সমন্বিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী মানসিক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর দ্বারা ব্যক্তি কোনো বিশেষ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তিতে একই সদৃশ প্রতিক্রিয়া করে। এদের বলা হয় অভ্যাস।

তৃতীয় স্তরে কতকগুলি অভ্যাস নিজেদের মধ্যে সংযোজিত হয়ে আরও উন্নত সমন্বয় ঘটায়। এই সমন্বিত অভ্যাসগুলিকে সংলক্ষণ বলে।

বমগার্টেন (Boumgarten) বলেছেন, ব্যক্তিজীবনে যে স্থায়ী শক্তি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি যার উপর নির্ভর করে তাকেই সংলক্ষণ বলে।

অপর আলপোর্টের (Allport) মতে, সংলক্ষণ হল সামগ্রিক এবং কেন্দ্রীভূত এমন এক জৈব-মানসিক সত্তা যা বিভিন্ন উদ্দীপকের সমন্বয় করে ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মিচেল (Michel) তাঁর 'Introduction to Personality' পুস্তকে বলেছেন যে, সংলক্ষণ হল নিরবচ্ছিন্ন মাত্রাসম্পন্ন ব্যক্তি সকলের মধ্যে এই সংলক্ষণ কী পরিমাণে বর্তমান তার ভিত্তিতে ব্যক্তি সকলের অবস্থান নির্ণয় করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

● সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য [Characteristics of Traits] :

সংলক্ষণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) *পরিমাপযোগ্যতা*—প্রতিটি সংলক্ষণ প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কী পরিমাণে বর্তমান তা নির্ধারণ করা যায়।

(২) *সংলক্ষণ আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়*—ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণসাপেক্ষ নয়। বিভিন্ন কার্যাবলি এবং বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ আচরণের মধ্য দিয়েই আমরা সংলক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করি।

(৩) *নমনীয়তা*— সংলক্ষণ প্রকৃতিগতভাবে স্থায়ী নয়। শৈশবে সংলক্ষণগুলি নমনীয় থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী রূপ পেলেও কিছু পরিমাণে নমনীয়তা থেকে যায়।

(৪) *সর্বজনীনতা*—কিছু সংলক্ষণ সর্বজনীন, যেমন—উচ্চতা এবং ওজন।

(৫) *ঐক্যবদ্ধ কার্যকারিতা*—সংলক্ষণগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকরী হয়।

(৬) *নিজস্বতা বা অনন্যতা*—সংলক্ষণ ব্যক্তির নিজস্বতা বা অনন্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

(৭) *অর্জিত*—কোনো কোনো প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে জন্মগতভাবে দেখা দিলেও জন্মগত প্রবণতাগুলি পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সংলক্ষণে পরিণত হয়।

(৮) *ব্যক্তিসত্তার একক*—মনোবিদ আলপোর্টের মতে, সংলক্ষণ হল ব্যক্তিসত্তার একক—অর্থাৎ সংলক্ষণ হল ব্যক্তিসত্তার উপাদান।

(৯) *দ্বিমুখীতা*—ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বিমুখীতা, যেমন—সামাজিকতা সংলক্ষণটির দুটি দিক আছে, একটি সামাজিকতা এবং অপরটি অসামাজিকতা।

(১০) *সংলক্ষণ হল মানসিক অবস্থা*—কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ সংলক্ষণকে মানসিক প্রস্তুতি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা সংলক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে স্থায়ী প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতি হল সংলক্ষণ।

• ব্যক্তিত্বের বিকাশ [Development of Personality]

ব্যক্তিত্ব সহজাত এবং অর্জিত। সহজাত অর্থে এখানে বোঝায়, শিশু বংশধারা সূত্রে কিছু সম্ভাবনা বা উপাদান নিয়ে আসে। অর্জিত বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের সঙ্গে সম্ভাবনাগুলির মিথস্ক্রিয়ার ফলে শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। সহজাত সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে যেমন ব্যক্তিগত পার্থক্য দেখা যায় তেমনি ব্যক্তির পরিবেশের মধ্যেও পার্থক্য বর্তমান। এই কারণেই বিভিন্ন শিশুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিমাণগত ও গুণগত পার্থক্য ঘটে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন শিশুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় যার বিকাশ ঘটে। এই বিকাশের সম্মিলিত রূপকেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

শিশুর জীবন বিকাশের শুরুতে তার ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের প্রভাব খুব বেশি থাকে। একটা নির্দিষ্ট বয়সে পরিবারের বাইরে এসে সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের আচার-আচরণ, বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ইত্যাদি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংকীর্ণ গৃহ-পরিবেশ থেকে বৃহত্তর সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে শিশুর মিথস্ক্রিয়া ঘটে যার ফলে তার ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য আসে। ক্রমশ সে প্রাপ্তবয়স্কর পথে অগ্রসর হয় এবং পরিবেশের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়, যেমন—রাজনৈতিক পরিবেশ, আর্থিক পরিবেশ, কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি যার প্রভাব ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাধারণত দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায় যথা—বিভেদীকরণ ও সমন্বয়করণ।

(১) *বিভেদীকরণ [Differentiation]*—অতি শৈশবে শিশু পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়া করে [Mass action]। উদাহরণস্বরূপ শিশু যখন কোনো বস্তু ধরার চেষ্টা করে তখন প্রয়োজনীয় দুটি বা তিনটি বা চারটি আঙুল ব্যবহারের পরিবর্তে হাত সমেত সমগ্র বাহু ব্যবহার করে, যাকে 'Mass-action' বলে। এর কারণ হল শৈশবে তার বিভেদীকরণ ক্ষমতা খুব অল্প থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শিশু বুঝতে পারে কোনো বস্তু ধরার জন্য দুটি বা তিনটি আঙুলই যথেষ্ট।

(২) *সমন্বয়করণ [Integration]*—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচরণের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়। এই সমন্বয়ের ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বে একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে যা ব্যক্তিত্ব বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এই সমন্বয় কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই স্তরগুলি হল—

[i] অনুবর্তিত প্রক্রিয়া [Conditioned Reflex] [ii] অভ্যাস [Habit] [iii] সংলক্ষণ [Traits] [iv] অহংসত্তা [Selves] [v] ব্যক্তিসত্তা [Personality]

প্রথম পর্যায়ে শিশু কথা বলা, খাওয়া, ঘুমানো, চলা-ফেরা এবং অন্যান্য আচরণ সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করে। সাধারণত দুই বৎসর পর্যন্ত এই পর্যায় স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে একাধিক অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সমন্বিত করে বারবার অনুশীলন করে নানা অভ্যাস গঠিত হয়। সামাজিক আদবকায়দা, রীতিনীতি অনুসরণ করা, নিয়মিত প্রাত্যহিক কাজ করা প্রভৃতি অভ্যাস শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এই পর্যায়ে শিশুর উপর গৃহ-পরিবেশের প্রভাব খুব অধিক দেখা যায়। শিক্ষার পর্যায়ে এটা হল নার্সারি স্তর। এই পর্যায়টি ৫-৬ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে কতকগুলি অভ্যাস সমন্বিত হয়ে সংলক্ষণ গঠিত হয়। এই সংলক্ষণ শিশুর আচরণের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। আগ্রহ, প্রবণতা, মনোভাব ইত্যাদি সংলক্ষণের উদাহরণ। এই সংলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। শিক্ষার দিক থেকে এটা প্রাথমিক স্তর। এই স্তরের স্থায়িত্ব এগারো-বারো বৎসর পর্যন্ত।

চতুর্থ পর্যায়ে, বিভিন্ন সংলক্ষণের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায় এবং অহংবোধের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে অহংবোধ সু-সংহত থাকে না, তবে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ক্রমশ সংগঠিত রূপ পায়। বয়সের দিক থেকে এটি বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্তর। প্রথাগত শিক্ষার দিক থেকে মাধ্যমিক স্তর।

পঞ্চম পর্যায়, পূর্বের অহংবোধগুলি সমন্বিত হয়ে এক অনন্য ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়। এই ব্যক্তিত্বকে অহংবোধের প্রসারও বলা যায়। এই ব্যক্তিসত্তাই ব্যক্তির বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজনের পথ দেখায়।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই ধারাটি ক্রমশ পুঞ্জীভূত। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া, অভ্যাস, সংলক্ষণ, অহংবোধ সবকিছু একটি সামগ্রিক ও একীভূতরূপ লাভ করে।

বিভেদীকরণ ও সমন্বয়ন ব্যতীত আরও দুটি প্রক্রিয়া ব্যক্তিসত্তা বিকাশে ক্রিয়াশীল। এই দুটি হল পরিণমন ও শিখন।

পরিণমনের ফলে শিশু বংশধারা সূত্রে যে সম্ভাবনাগুলি নিয়ে জন্মায় তারই বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে যাকে আমরা শিখনও বলি। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিসত্তা বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক কথায় বলা যায় যে, পৃথকীকরণ, সমন্বয়করণ, পরিণমন ও শিখনের ফলেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া।

● ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব [Theories of Personality]

ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের উপর অধ্যয়ন করে নানা মনস্তত্ত্ববিদগণ একাধিক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। সব তত্ত্বগুলির আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই বহু প্রচলিত তত্ত্বগুলির উপর আলোচনা করা হল—

(১) টাইপ তত্ত্ব [Type Theory]

(২) সংলক্ষণ তত্ত্ব [Trait Theory]
(৩) মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব [Psycho-Analytic Theory]
(৪) সামাজিক নির্মিতিবাদ তত্ত্ব [Social Constructivism]
(৫) পঞ্চ উপাদান তত্ত্ব [Five Factor Theory]
(৬) ডলার্ড ও মিলারের তত্ত্ব [Dolards Millers Theory]
(৭) কার্ল রজার্সের তত্ত্ব [Carl Rogers Theory]

(১) টাইপ তত্ত্ব [Type Theory] :

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের প্রবণতা হল পরিবেশের বস্তুসমূহ এবং মনুষ্যদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা। একেই 'টাইপ' বলে। বর্তমান কালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

(১) খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিক চিকিৎসকগণ আচরণ ও মেজাজের প্রেক্ষিতে মানুষদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন যেমন—
(ক) স্যাঙ্গুইন [*Sanguine*]—সক্রিয় ও আশাবাদী।
(খ) কোলেরিক [*Choleric*]—খিটখিটে মেজাজ ও অল্পেতেই রেগে যায়।
(গ) প্লেগমেটিক [*Phlegmatic*]—শান্ত এবং মানসিক ভারসাম্যযুক্ত।
(ঘ) মেলানকোলিক [*Melancholic*]—বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত।

(২) ***ক্রেশ্চামারের টাইপ [Cretschemer's Type]***—জার্মান মনোচিকিৎসক আর্নেস্ট ক্রেশ্চামার শারীরিক গঠন অনুযায়ী মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মানুষের দেহ গঠনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলির সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

ব্যক্তিসত্তার টাইপ	বৈশিষ্ট্যাবলি
(ক) পিকনিক (মোটা, গোলগাল)	জনপ্রিয়, সামাজিক এবং বহির্মুখী
(খ) এসথেনিক (রোগা, লম্বাটে)	দুর্বল, সংবেদনশীল
(গ) অ্যাথলেটিক্স (সুঠাম দেহ)	উৎসাহী, স্বাভাবিক

(৩) ***শেলডন-এর টাইপ [Sheldon's Type]*** আমেরিকার শল্যচিকিৎসক ডাঃ উইলিয়াম এইচ শেলডন শারীরিক গঠন অনুযায়ী মানুষকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি মনে করতেন শারীরিক গঠন ব্যক্তিত্বের নির্ধারক।

শারীরিক গঠন	মেজাজ
(ক) *এন্ডোমরফিক* (মোটা, নরম দেহ এবং গোলগাল)	*ভিসেরোটনিক* (সামাজিক বহির্মুখী, স্নেহপ্রবণ আরামপ্রিয়)।
(খ) *মেসোমরফিক* (পেশিবহুল)	*সোমাটোটনিক* (উৎসাহী, ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে, সুযোগসন্ধানী)
(গ) *একটোফরমিক*	*সেরিব্রোটনিক* (ভীতু, শিল্পী মানসিকতা সম্পন্ন, অন্তর্মুখী এবং চাপা স্বভাবের)।

(৪) ***স্প্রেনজার টাইপ [Spranger's Type]***—জার্মান দার্শনিক ই. স্প্রেনজার মানুষকে তার আগ্রহের ভিত্তিতে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) **তাত্ত্বিক টাইপ [Theoretical Type]**—যে সমস্ত ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন।

(খ) **আর্থিক টাইপ [Economic Type]**— যে সমস্ত ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করতে ভালোবাসেন।

(গ) **নান্দনিক টাইপ [Aesthetic Type]**—যে সমস্ত ব্যক্তি সংবেদনশীল এবং সৌন্দর্যপ্রেমী।

(৫) ***ইয়ুং-এর টাইপ [Yung's Type]***—সুইস মনস্তত্ত্ববিদ ইয়ুং ব্যক্তিসকলকে দুটি মাত্রায় বিভক্ত করেছেন—বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী। ইয়ুং-এর এই শ্রেণিবিভাগ খুবই জনপ্রিয় এবং পেশাগত ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত।

অন্তর্মুখী [Introvert]—যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অবস্থান করে বিশেষ করে যখন কোনো চাপ বা দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অন্তর্মুখী ব্যক্তি লাজুক প্রকৃতির, লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করে না, একা থাকতে ভালোবাসে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক অন্তর্মুখী প্রকৃতির।

বহির্মুখী [Extrovert]— অন্তর্মুখীর বিপরীত হল বহির্মুখী। এরা বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়, বুদ্ধিমত্তার সাথে সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। এরা সামাজিক, বন্ধুমনোভাবাপন্ন এবং উদ্‌বেগমুক্ত। সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মীরা সাধারণ বর্হির্মুখী প্রকৃতির হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ ইয়ুং-এর দুটি টাইপের পরিবর্তে তিনটি টাইপের কথা বলেন—অর্ন্তমুখী, বহির্মুখী এবং অ্যাম্বিভার্ট [Ambivert]। অ্যাম্বিভার্ট টাইপ হল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখীর মধ্যাবস্থা।

(৬) ***ফ্রয়েডীয় টাইপ [Freudian Type]***—ফ্রয়েড তাঁর যৌনশক্তি বা লিবিডো বিকাশের তত্ত্বে বিকাশের কোন্ স্তরে যৌনশক্তি বা লিবিডোর সংবন্ধন [fixation] ঘটেছে তাকে ভিত্তি করেই ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা উল্লেখ করেছেন—

(১) ***মৌখিক-রতিমূলক টাইপ [Oral Erotic Type]*** ঃ ফ্রয়েডের মতে, শৈশবে যৌনতার অবস্থান হল মুখে। এই স্তরে মুখের কার্যাবলির মাধ্যমে শিশু যৌনসুখ ভোগ করে। মৌখিক রতিমূলক টাইপের ব্যক্তিরা মৌখিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে অধিক মাত্রায় যৌনসুখ ভোগ করে। চোষণ, কামড়ানো, মুখে কোনো বস্তু রাখা প্রভৃতি কার্যের মধ্যে শিশু যৌনসুখ পায়। এই মৌখিক স্তরে লিবিডো সংবন্ধনের কারণে দু-ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখা যায়।

(ক) ***মৌখিক নিষ্ক্রিয় টাইপ***—এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নির্ভরশীল, আশাবাদী এবং চিন্তা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের মতো অপরিণত হয়।

(খ) ***মৌখিক নৈরাশ্যবাদী***—এরা নৈরাশ্যবাদী, সন্দেহপরায়ণ এবং আক্রমণাত্মক হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে।

(২) ***পায়ু-রতিমূলক [Anal Type]***—যৌনশক্তি বা লিবিডো বিকাশের পরবর্তী স্তর হল পায়ু স্তর। এই স্তরে শিশু পায়ুসংক্রান্ত কার্যাবলি থেকে যৌনসুখ পায়। মল-মূত্র ত্যাগ বা টয়লেট ট্রেনিং বা সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী মল-মূত্র ধরে রাখার সঙ্গে এই স্তরটি যুক্ত। এই স্তরে যৌন বিকাশ সংবন্ধনের জন্য একপ্রকারের ব্যক্তিত্ব গড়ে

ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত কৃপণ ও সাবধানী হয় এবং এরা কখনোই জনপ্রিয় হয় না।

(৩) **স্বাভাবিক টাইপ** *[Phallic Type]*—লিবিডো বিকাশের তৃতীয় স্তর হল স্বাভাবিক টাইপ। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের অধিকারীগণ নিজেকে ভালোবাসে, নিজেকে প্রদর্শন করতে চায় এবং অপরের নজর আকর্ষণ করতে চায়।

◗ টাইপ তত্ত্বের মূল্যায়ন [Evaluation of Type Theory] ঃ

অনেক মনোবিদ টাইপ তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন—

প্রথমত, টাইপ তত্ত্বে ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ব্যক্তির অবস্থান চূড়ান্ত মাত্রায় নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন—হয় অন্তর্মুখী, না হয় বহির্মুখী। মধ্যমাঞ্চি অবস্থান বিচার করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, তিনটি বা চারটি টাইপের মধ্যে বৈচিত্র্যময় সকল ব্যক্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিত্বকে এইভাবে সরলীকরণ করা ঠিক নয়।

তৃতীয়ত, টাইপ তত্ত্বে স্কেলের কথা চিন্তা না করে বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

◗ টাইপ তত্ত্বের মূল্য [Value of Type Theory] ঃ

প্রথমত, টাইপ তত্ত্বের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ব্যক্তিত্বকে টাইপের ভিত্তিতে শ্রেণিভাগের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়।

দ্বিতীয়ত, মনস্তত্ত্ববিদগণের নিকট এই তত্ত্বের সুবিধা হল, এই তত্ত্ব ব্যক্তিত্বকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে।

তৃতীয়ত, মনস্তত্ত্ববিদগণ টাইপের ভিত্তিতে ব্যক্তিদের পৃথক করে তাদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

● (২) সংলক্ষণ তত্ত্ব [Trait Theory] ঃ

সংলক্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সংলক্ষণ কাকে বলে এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যা ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। বস্তুত ব্যক্তিত্বের টাইপ তত্ত্ব ও সংলক্ষণ তত্ত্ব পরস্পর সম্পর্কিত, কারণ একাধিক সংলক্ষণ নিয়েই টাইপ গড়ে ওঠে, আর বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির নির্দিষ্ট আচরণের ধারাকেই সংলক্ষণ বলা হয়।

বর্তমানে ব্যক্তিত্ব বিকাশ অনুধাবনে টাইপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিই অধিক ব্যবহৃত হয়। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা আমাদের বন্ধু বা পরিচিতকে ব্যাখ্যা করার জন্য তার প্রতি বিভিন্ন সংলক্ষণ আরোপ করে থাকি, যেমন—সৎ, উগ্র, ভীতু, নির্ভরশীল, অলস, বুদ্ধিমান প্রভৃতি। এগুলিকেই সংলক্ষণ বলা হয়। সাধারণভাবে সংলক্ষণ বলতে বোঝায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ধারা। সংলক্ষণভিত্তিক তত্ত্বের মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

(১) **আলপোর্টের সংলক্ষণ তত্ত্ব** *[Allport's Trait Theory]*—জি. ডব্লিউ. আলপোর্ট একজন প্রখ্যাত সংলক্ষণবাদী মনস্তাত্ত্বিক। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলপোর্টের

মনোবিকার বা নিউরোটিসিজম ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ পরিমাপের উদ্দেশ্যে আইজাংক ব্যক্তিত্বের ইনভেন্টরি বা পরিমাপক প্রস্তুত করেন। আইজাংকের গবেষণার ফলগুলি অন্যান্যদের গবেষণায় উৎসাহ সঞ্চার করে। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ব্যক্তিত্বকে তিনি সহজাত বলে বিবেচনা করেছেন। মনোবিকারকে তিনি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে (অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম) অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেন এবং অন্তর্মুখী ও বহির্মুখীতাকে তিনি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত বলে মনে করেন। ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বিকাশে তিনি বংশধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে আমেরিকার মনস্তত্ত্ববিদগণ পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

◗ সংলক্ষণ তত্ত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য [Common Features of Trait Theories] ঃ

ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে সংলক্ষণ তত্ত্বগুলির মধ্যে সংলক্ষণের বিষয় ও গঠনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তত্ত্বগুলির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, যেমন—

(১) **সংলক্ষণের স্থায়িত্ব**—প্রতিটি তত্ত্বেই স্বীকার করা হয়েছে যে ব্যক্তির আচরণে সংলক্ষণের স্থায়িত্ব দেখা যায়। সংলক্ষণ সাময়িক কোনো প্রবণতা নয়, ব্যক্তির স্থায়ী বৈশিষ্ট্য।

(২) **সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ**—সংলক্ষণের শ্রেণি সম্পর্কে, যেমন—উৎস সংলক্ষণ, প্রতীয়মান সংলক্ষণ, সাধারণ সংলক্ষণ, বিশেষ সংলক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে ঐকমত্য দেখা যায়, আবার তেমনি সামান্যীকরণ এবং ব্যাপকতার দিক থেকে সংলক্ষণের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

◗ সংলক্ষণ তত্ত্বের সমালোচনা [Criticism of Trait Theory] ঃ

সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করেছেন, যেমন—

(১) সংলক্ষণের নামকরণে মনোবিদগণের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায় না।

(২) সংলক্ষণ তত্ত্বে বলা হয় বিশেষ সংলক্ষণের অধিকারী ব্যক্তির পরিস্থিতির বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও আচরণে সমতা দেখা যায়, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা একথা বলে না। বন্ধু মনোভাবাপন্নতা একটি সংলক্ষণ। কোনো ব্যক্তি এই সংলক্ষণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সবরকম পরিস্থিতিতে এই মনোভাবের প্রকাশ নাও হতে পারে।

(৩) সংলক্ষণ তত্ত্বের আর একটি সীমাবদ্ধতা হল, এর শূন্য অবস্থান নেই এবং এর এককগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য এক নয়।

(৪) যিনি সংলক্ষণের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদের অবস্থান নির্দিষ্ট করবেন তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি Halo-effect-এর শিকার হন।

● (৩) মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব [Psycho-analytical Theory] ঃ

মানসিক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের গঠন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি দেখলেন যে মানসিক রোগীর অনেক অনুভূতি ও প্রবৃত্তি তার সচেতন মন থেকে আসে না। তাহলে সেগুলি নিশ্চয়ই মনের সচেতন স্তরের নীচে অন্য কোনো স্তরে অবস্থান করে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বললেন অচেতন মনই মানুষের ব্যবহারের বা আচরণের গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক।

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্বের গঠন সংক্রান্ত ধারণাটিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—

(১) মানসিক ক্রিয়ার স্তর

(২) প্রেষণা

(৩) অন্তর্দ্বন্দ্ব

(৪) যৌন চেতনার ক্রমবিকাশ

(৫) ইদম, অহম্ ও অধিসত্তা।

(১) **মানসিক ক্রিয়ার স্তর**—ফ্রয়েড লক্ষ করেছিলেন যে, মানসিক রোগীদের কথাবার্তা অসংলগ্ন এবং তাদের চরিত্রের সঙ্গে সংগতিহীন। এইসব রোগীর চিন্তার অধিকাংশই মনের অচেতন স্তরের ক্রিয়া। এই ঘটনা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মানসিক ক্রিয়ার তিনটি স্তর আছে। এই স্তরগুলি হল—(ক) সচেতন [conscious] (খ) প্রাক্‌সচেতন [pre-conscious] এবং (গ) অচেতন [unconscious]।

মনের চেতন স্তরের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে ব্যক্তি সবসময় সচেতন। চেতন মন সর্বদা বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে। চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়ো। তা ছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটি বড়ো অংশ অচেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করেছে। অবস্থিতির দিক থেকে চেতনের ঠিক নীচেই হল প্রাক্-চেতন। এটি সাধারণ অবস্থায় সচেতন চিন্তার বাইরে অবস্থিত। তবু চেষ্টা করলে এই স্তরের বিষয়বস্তুগুলি চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই, অথচ চেষ্টা করলে আমরা মনে করতে পারি, সেই ঘটনাগুলির অবস্থান হল প্রাক্-চেতন। এই স্তরের বিষয়বস্তুগুলি অনুষঙ্গের সাহায্যে মনের চেতন স্তরে আনা যায়। আমাদের স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি মনের প্রাক্-চেতন স্তরে থাকে। প্রাক্-চেতন স্তরের নীচেই আছে অচেতন স্তর। এই স্তরের প্রক্রিয়াগুলি আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে তবুও আমাদের সচেতন চিন্তা ও আচরণের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। ফ্রয়েড অচেতন প্রক্রিয়াকে অসংগতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। অচেতনের অন্তর্ভুক্ত হল নগ্ন কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ। এগুলি আসে দুটি উৎস থেকে। *প্রথমত*, চেতন মন থেকে এবং *দ্বিতীয়ত* উত্তরাধিকার সূত্রে। পরিবেশের সাথে দৈনন্দিন প্রতিক্রিয়ার ফলে বহু কামনার চিন্তা তাদের অবাঞ্ছিত প্রকৃতির জন্য চেতন মনকে ত্যাগ করে অচেতনে আশ্রয় নেয়। প্রত্যেক মানুষের মনেই অতি শৈশব থেকে এমন সব চিন্তা বা কামনা দেখা দেয় যেগুলি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের বিচারে অবাঞ্ছিত ও পরিত্যাজ্য। এই অনুশাসনের চাপে শিশু সেগুলিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই অবদমিত চিন্তা ও বাসনাগুলি সচেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে অচেতনে বাসা বাঁধে। এগুলি অচেতনে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা রূপে বাস করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আর দ্বিতীয় স্তরের চিন্তা ও কামনাগুলি সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনে থাকে, চেতন স্তরে উঠে আসে না এবং সেখান থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। ইয়ুং এই শ্রেণির অচেতন সত্তাগুলির নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন। এগুলি মানুষের আদিম পূর্বপুরুষদের মন থেকে

বংশধারার মধ্য দিয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

(২) **প্রেষণা**—ফ্রয়েডের মতে, সাধারণ জৈবিক শক্তি থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি হয়। এই সাধারণ জৈবিক শক্তি সৃজনাত্মক ও ধ্বংসাত্মক—এই দুই ধারায় প্রকাশিত হয়। সৃজনাত্মক প্রকৃতিটিকে তিনি বলেছেন প্রাণশক্তি বা Eros। আর ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিটিকে তিনি বলেছেন মারণশক্তি বা Thantos। অহম্-এর আত্মসংরক্ষণমূলক কার্যকলাপ ও যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে। স্নেহ-ভালোবাসা ও আমোদপ্রমোদমূলক কাজকর্মকে ফ্রয়েড যৌনক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কাজকর্ম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর মারণশক্তির প্রকাশ ঘটে অপরকে হত্যা, আত্মহত্যা, নিষ্ঠুরতা, আক্রমণধর্মী আচরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েডের মতে, প্রাণশক্তি ও মারণশক্তি ব্যক্তির মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এই উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ব্যক্তি অর্থপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় এই দুটি শক্তি মিশ্রিতভাবে এবং ভালোবাসার পাত্রের উপর প্রযুক্ত হতে পারে। একে Ambivalence বলে। এই জাতীয় অনুভূতি পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, বন্ধুবান্ধব, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতির উপর আরোপিত হতে পারে।

প্রেষণার দ্বারা পরিচালিত মানুষের কাজকর্ম সুখভোগের নীতি ও বাস্তবতার নীতি—এই দুই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। শৈশবে ব্যক্তির কাজকর্ম কেবল সুখভোগের নীতি দ্বারা ও বয়সকালে বাস্তবতার নীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং এই দুটি নীতির সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়।

(৩) **অন্তর্দ্বন্দ্ব**—ফ্রয়েডের মতে, মানবজীবনে ক্রমাগত অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তার উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। যেসব পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেগুলি হল সুখভোগের নীতি ও বাস্তবতার নীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা ও ঘৃণার মধ্যে দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি। ব্যক্তি যত ভালোভাবে এইসব দ্বন্দ্বের সামাধান করতে সক্ষম হয় ততই তার ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টি ঘটে।

(৪) **যৌন চেতনার ক্রমবিকাশ**—ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর হচ্ছে—(ক) শৈশবকাল, (খ) প্রসুপ্তিকাল ও (গ) বয়ঃসন্ধিকাল।

(ক) শৈশবকাল—জন্মের মুহূর্ত থেকে লিবিডোর চলা শুরু হয় এবং নানা বিচিত্র পথ ধরে লিবিডো তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ বা মনের ক্রমপরিণতি দুই-ই এই লিবিডোর অগ্রগতির সাথে সমার্থক। শৈশবকালে মৌখিক পর্যায়, পায়ু পর্যায় ও লৈঙ্গিক পর্যায়—এই তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে লিবিডোর বিকাশ এগিয়ে চলে। একে মৌখিক রতি পর্যায় বলে। এইসময় শিশু তার মুখের নানা প্রকার ব্যবহার, যেমন—আঙুল চোষা, পরে কামড়ানো, চিবোনো ইত্যাদি কাজ থেকে সে লিবিডোর তৃপ্তি মেটায়। এই পর্যায়ের শেষে হল মৌখিক ধর্ষণমূলক পর্যায়। এই পর্যায়ে শিশু জিনিস ভাঙে ও নষ্ট করে এবং এইভাবেই সে তার লিবিডোর তৃপ্তি খুঁজে পায়।

মৌখিক পর্যায়ের পর লিবিডো শিশুর পায়ুদেশে আশ্রয় নেয়। পায়ুদেশ সঞ্চালনে শিশু তৃপ্তি খুঁজে পায়। মল নিষ্কাশন ও মল সংরক্ষণে লিবিডোর তৃপ্তি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে, পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে কৃপণতা বা অতিরিক্ত মাত্রায় সঞ্চয়ের প্রবণতা দেখা যায় তা এই পর্যায়ে লিবিডোর সংবন্ধনের থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

পায়ুপর্যায়ের পরে আসে লৈঙ্গিক পর্যায়। এইসময় শিশু যৌন ইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে লিবিডোর আসক্তি নিজের দৈহিক সুখানুভূতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই লিবিডোর স্বতঃরতি স্তরের শুরু। এইসময় কোনো বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না। দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য। ধীরে ধীরে তার অহংসত্তার বিকাশ হতে শুরু করে এবং লিবিডো অহমের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটাই হল প্রাথমিক আত্মরতি। এই স্তরে শিশুর আসক্তি নিজের সত্তায় কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রাথমিক আত্মরতি ব্যক্তির সুদৃঢ় ব্যক্তিসত্তা গঠনে অত্যাবশ্যক। এই প্রাথমিক আত্মরতি বা নার্সিসাসত্বের স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তাদের ব্যক্তিত্বে অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যায়। লিবিডো আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে বাইরের বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতামাতা। একে 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স' বলে।

লৈঙ্গিক স্তরে এসে লিবিডো স্বাভাবিক অগ্রগমনের পথটি খুঁজে পায়। এইসময় থেকে শুরু হয় সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশ। ঈডিপাস কমপ্লেক্স থেকেই জন্ম নেয় শিশুর অধিসত্তা।

(খ) প্রসুপ্তিকাল—শৈশবকালের পর যৌনতার প্রসুপ্তিকাল আসে। এই সময়কালের স্থায়িত্ব হল যৌবনাগম পর্যন্ত। এসময় শিশুর মধ্যে যৌন প্রবৃত্তিটির কোনোরকম বাহ্যিক প্রকাশ থাকে না বলে একে প্রসুপ্তিকাল নাম দেওয়া হয়েছে। শিশুর শৈশবকালীন বিভিন্ন যৌন প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব এইসময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাকে প্রভাবিত করে এবং বহু অচেতন আচরণধারার জন্ম দেয়।

(গ) বয়ঃসন্ধিকাল—প্রসুপ্তিকালের পর আসে যৌবনাগম। এই সময়টি হল যৌন প্রবৃত্তি বিকাশের শেষ স্তর। শৈশবকালের শেষে লিবিডো লৈঙ্গিক স্তরে এসে পৌঁছোয়। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। এইসময় লিবিডো তার অস্বাভাবিক অবস্থাগুলি ত্যাগ করে জননেন্দ্রিয়তে এসে আশ্রয় নেয়। এই স্তরকে উপস্থ বা 'জেনিটাল' [Genital] স্তর বলা হয়।

ফ্রয়েড পুনরাবৃত্তি স্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যৌবনাগম শৈশবকালেরই পুনরাবৃত্তি। শৈশবকালীন যৌন অভিজ্ঞতাগুলি যৌবনাগমে আবার ফিরে আসে এবং পরিণত বয়সের যৌনজীবনকে প্রভাবিত করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লিবিডোর অগ্রগতি যদি তার স্বাভাবিক চলার পথে কোনো একটি বিশেষ স্তরে আটকে যায় তাহলে লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। কোনো যৌনপ্রবৃত্তিমূলক ও প্রক্ষোভমূলক কেন্দ্রে লিবিডোর আটকে পড়ে যাওয়ার নাম সংবন্ধন। লিবিডো যদি সংবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটি তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অবশ্য ব্যক্তির সম্পূর্ণ লিবিডোটি কোনো স্থানে সংবন্ধিত হয় না, কিছুটা বন্দি হয়ে থাকলে বাকিটুকু স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। লিবিডোর যে অংশ এগিয়ে চলে তার গতিধারা দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে যায়। লিবিডোর এই বিভাগীভবনের ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিণতি এবং মানসিক সংগঠন সবই ভবিষ্যতে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এছাড়া লিবিডো যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সামনের দিকে চলা বন্ধ করে গতিপথ বদলে পিছনের দিকে চলা শুরু করে তখন

তাকে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। প্রত্যাবৃত্তির ফলে লিবিডো পুরনো শৈশবের অবস্থাগুলিতে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। এরফলেই মনোবিকার দেখা দেয়। লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার আশু সমস্যার সমাধানের জন্য দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর না হয়ে শৈশবের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সংগতিবিধানের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কাজেই ব্যক্তিত্বের গঠনের উপর লিবিডোর ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ফ্রয়েড লিবিডোর বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। লিবিডোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনধর্মী এবং সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রয়েছে যৌনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির প্রয়াস। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যে তীব্র যৌন কৌতূহলের সৃষ্টি হয় তা পরিতৃপ্তির সুব্যবস্থা না থাকায় অনেকে একে দুর্বলতা বলে ভুল করেন, ফলে হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। এইভাবে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়। এ ছাড়া কিশোর-কিশোরীদের বৃহত্তর সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষার পিছনেও রয়েছে তাদের যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা সহ অন্যান্য চাহিদা যেগুলির প্রতি বয়স্কদের তীব্র উপেক্ষার ফলে তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠানবিরোধী আচরণে লিপ্ত হয় অথবা বহির্জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অবাস্তব কল্পনার জগতে বিচরণ করে। এছাড়াও বাস্তবের কঠিন আঘাতে মুহ্যমান হয়ে তারা জগতের সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে চরম আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে বা পরাজয়ের গ্লানি থেকে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। এইভাবে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনের উপর তাদের যৌন-মানসিক জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে তার মূলে লিবিডোর ক্রমবিকাশের যে অবদান রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(৫) **ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তা**—ফ্রয়েডের মতে, ব্যক্তিত্বের তিনটি উপাদান হল—ইদম্, অহম্ ও অধিসত্তা।

ইদম্ [Id]—আমাদের আদিম কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তিগুলি অচেতন স্তরে সক্রিয় অবস্থান বর্তমান। এগুলি ক্রমাগত ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে। অচেতন এই আদিম প্রবৃত্তিগুলিকেই ফ্রয়েড ইদম্ নাম দিয়েছেন। ইদম্ ছিল জৈবিক শক্তির উৎস। ইদম্ সম্পূর্ণ সুখভোগের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। ইদম্ প্রকৃতিতে আদিম ও বন্য। চেতন মনের অসামাজিক ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিগুলি ইদমে আশ্রয় নেয়। সে সমাজ শিক্ষা বা নীতির ধার ধারে না, যার মধ্যে যুক্তি নেই, নৈতিক ভালো-মন্দের স্থান নেই, বিচারবুদ্ধি নেই। ইদম্ ব্যক্তির কামনা, বাসনার বাধা সৃষ্টিকারী হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। তার কামনার পরিতৃপ্তির জন্য তাকে নির্ভর করতে হয় ইগো বা অহমের ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার উপর।

অহম্ [Ego]—জন্মের সময় শিশুর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইদমের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। শিশু যতই বড়ো হতে থাকে ততই তার অহম্ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের কিছুটা অচেতন। চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, আর অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তবের দ্বারা। অহম্ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও যুক্তিধর্মী। সে ভালোভাবেই বোঝে তাকে সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে হবে। তাই সে বাস্তবের অনুশাসন

মেনে চলে ও ইদমের সমস্ত দাবি পূরণ করতে পারে না। তবে ইদমের যেসব ইচ্ছা পূরণ করলে অহম্‌কে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় না সেগুলি সে সাগ্রহে পূরণ করে। অহম্‌ ব্যক্তির আচরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে থাকে। ইদমের অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনাগুলিকে সে অবদমিত ও নিয়ন্ত্রণ করে।

অধিসত্তা [Super Ego]—শিশুর অহমের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অধিসত্তা গঠিত হয়। শিশুর ব্যক্তিত্বের যে অংশ নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অবাঞ্ছিত কাজের জন্য অহম্‌কে তিরস্কার করে ফ্রয়েড তাকে অধিসত্তা নাম দিয়েছেন। আমাদের বিবেকের কেন্দ্রস্থলে আছে অধিসত্তা এবং এটিই হল মনুষ্যত্বের চরম উন্নতির মূল ভিত্তি। শিশুর সৎ জীবনযাপন শিক্ষা, সামাজিক বিধিনিষেধ, পিতামাতা ও শিক্ষকের কাছ থেকে অর্জন করা নীতিবোধের শিক্ষা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা—এইসব মিলে তৈরি হয় তার অধিসত্তা। অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা ও তার দ্বারা ইদমের কামনা-বাসনাগুলিকে দমন করতে অহম্‌কে বাধ্য করা। অধিসত্তার বেশিরভাগ অংশ অচেতন স্তরে নিহিত। অহমের চেয়ে অধিসত্তা ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অসামাজিক কামনা-বাসনা সম্পর্কে অধিক খবর রাখে।

অহম্‌ তার শক্তি সঞ্চয় করে ইদমের কাছ থেকে এবং তার কাজের নৈতিক সমর্থন লাভ করে অধিসত্তার কাছ থেকে। অহম্‌ যখন ইদম্‌ ও অধিসত্তার সঙ্গে সংঘাতের সমাধান করতে ব্যর্থ হয় তখন ব্যক্তির সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। **ফ্রয়েডের** মতে, এই ত্রিবিধ শক্তির পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সু-ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

মন্তব্য—আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ আদিম যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের জীবনের মূল শক্তি বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মানুষের জীবনে যৌনপ্রবৃত্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু এই প্রবৃত্তিটি মনের অচেতন স্তরের একমাত্র প্রকৃতি নয়। মনের অচেতন স্তরে যৌনপ্রবৃত্তির পাশাপাশি রয়েছে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেষণা। ফ্রয়েড শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এবং শিশুর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশকে বুঝতে আমাদের যে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

● (৪) সামাজিক নির্মিতিবাদ তত্ত্ব [Social Constructivism] ঃ

Ler Vygotsky-র (1896–1934) সমাজ নির্মিতিবাদ তত্ত্ব (Social Constructivism) পিয়াঁজে উল্লিখিত শিশু শিক্ষণের ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ভাইগটস্কি শিখনের ক্ষেত্রে সমাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পিয়াঁজের ন্যায় ভাইগটস্কিও শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ভাইগটস্কিকে সমাজ নির্মিতিবাদী বলা হয়, কারণ তিনি সমাজ-সংস্কৃতি বিকাশে সংস্কৃতি, ভাষা এবং সমাজ প্রেক্ষিতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাইগটস্কি তাঁর তত্ত্বে শিশুদের সঙ্গে কথোপকথন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুরা এরূপ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়।